তারিখ ...03 SEP...1990...
পৃষ্ঠা...৬.....কলাম ৭...

দৈনিক খবর

০/
+5

ভূইয়ম উচ্চ বিদ্যালয়ঃ প্রধান শিক্ষক পলাতক

ভুয়া শিক্ষকের নামে অর্থ আত্মসাৎঃ মাস্তান বাহিনীর হামলা

মাধবদী (নরসিংদী), ২রা সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– নরসিংদী সদর উপজেলার ভূইয়ম উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ খোরশেদ মিয়া দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস যাবৎ পলাতক জীবন যাপন করছেন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি স্কুলের তহবিল থেকে বিরাট অংকের অর্থ আত্মসাৎ করে গা ঢাকা দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শিক্ষক, ছাত্র–ছাত্রী ও পরিচালনা, পরিষদের সদস্যদের কাছ থেকে জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ স্কুলে ভুয়া শিক্ষকের নামে ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীর নামে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ও দূর্নীতিমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উপরোক্ত ব্যাপারে জেলা দূর্নীতি বিভাগে অভিযোগ করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। কিন্তু গত জানুয়ারী মাস থেকে প্রধান শিক্ষকের কক্ষটি তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকায় তদন্ত কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে ছাত্র–ছাত্রী ও শিক্ষকরা জানায়, গত ১৫ই জানুয়ারী উক্ত প্রধান শিক্ষকের এক দল ভাড়াটিয়া মাস্তান বাহিনী দিয়ে স্কুলের সহকারী শিক্ষক ইনসান আলীর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইনসান আলীকে মারাত্মকভাবে প্রহার করা হয়। শুধু তাই নয়, এ হামলার প্রতিবাদ করতে এসে একজন এসএসসি পরীক্ষার্থী নজরুল মারাত্মক আহত হয়।

এ ব্যাপারে নরসিংদী থানায় মামলা নং– ২৪ তারিখ ৩১/৩/৯০ ধারা ৪০৬/৪২০ প্রধান শিক্ষক খোরশেদ মিয়ার দূর্নীতিমূলক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত একটি টীম তদন্ত চালিয়েছে। এছাড়া গত ৫ই জুলাই আরো একটি ইন্টারনাল তদন্ত টীম তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করেছে এবং প্রধান শিক্ষক খোরশেদ মিয়াকে বরখাস্ত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেছে।

জানা গেছে বর্তমানে বিরাজমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শিক্ষা বিভাগের মহা পরিচালকের নির্দেশে জেলা শিক্ষক অফিসারের মাধ্যমে অত্র স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীরা তাদের বেতন ভাতা গ্রহণ করছে।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে অত্র স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ডঃ আব্দুল মঈন খান স্কুলের বিরাজমান পরিস্থিতিতেও অজ্ঞাত কারণে কোন মিটিং কল করেননি এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করছেন না।

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকের কক্ষটি খোলা ও প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্কুলে লেখা–পড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা জরুরী হয়ে পড়েছে বলে অভিভাবক মহল মনে করছেন।